গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাষ্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২২৬ তারিখঃ ২৬/০৭/২০১৬
সময়ঃ বিকাল ৩.৩০টা।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত ২৬.০৭.২০১৬ তারিখের দৈনিক প্রতিবেদন।

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্কতা: সমুদ্র বন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

নদীবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ (আজ সন্ধ্যা ৬.০টা পর্যন্ত)

রংপুর,পাবনা, বগুড়া,টাংগাইল,ময়মনসিংহ,ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া,খুলনা,বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহের জন্য ০১ (এক) নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় বিভাগওয়ারী দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩১.৮	২৯.৪	৩১.৩	২৯.০	৩২.৮	৩২.১	৩২.৬	২৯.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৪.৫	২৫.০	২৩.৫	২৩.৭	২৫.৩	২৪.৫	২৩.৯	২৪.৫

* দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩২.৮ ডিগ্রী সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাংগামাটি ২৩.৫ ডিগ্রী সে.।

০২। **নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ** (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০৩ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৬৫ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০২ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	২০ টি	বিপদসীমার উপরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	২০ টি

নিম্নবর্ণিত ২০ টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	নদীর নাম	ষ্টেশনের নাম	পানি বৃদ্ধি (+) হ্রাস (-)(cm)	বিপদসীমার উপরে আছে (cm)
০১	কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী	+১০	+৮০
০২	কুড়িগ্রাম	ধরলা	কুড়িগ্রাম	-০২	+৯৮
০৩	গাইবান্ধা	ঘাগট	গাইবান্ধা	+৩৯	+৫৮
০৪	জামালপুর	যমুনা	বাহাদুরাবাদ	+১৯	+৮০
০৫	বগুড়া	যমুনা	সারিয়াকান্দি	+১৫	+৬২
০৬	সিরাজগঞ্জ	যমূনা	কাজিপুর	+২১	+২৯
০৭	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	সিরাজগঞ্জ	+২১	+৪৩
০৮	মানিকগঞ্জ	যমুনা	আরিচা	+১৮	+০০
০৯	সিরাজগঞ্জ	আত্রাই	বাঘাবাড়ী	+১৯	+৪৪
১০	নাটোর	গুর	সিংড়া	+০৭	+০৮
১১	টাংগাইল	ধলেশ্বরী	এলাসিন	+১৭	+৮৯
১২	রাজবাড়ী	পদ্মা	গোয়ালন্দ	+১৭	+৩৫
১৩	শরিয়তপুর	পদ্মা	সুরেশ্বর	-১১	+০৪
১৪	মুন্সিগঞ্জ	পদ্মা	ভাগ্যকূল	+০৯	+০৭
১৫	সুনামগঞ্জ	সুরমা	সুনামগঞ্জ	-০৩	+৭৯
১৬	সিলেট	সুরমা	কানাইঘাট	-০৪	+২৪
১৭	সিলেট	সুরমা	সিলেট	+০৩	+০২
১৮	নেত্রকোনা	কংশ	জারিয়াজাঞ্জাইল	+১৪	+১১৭
১৯	বি-বাড়ীয়া	তিতাস	বি-বাড়ীয়া	+০৭	+০৯
২০	নেত্রকোনা	সোমেশ্বর	দূর্গাপুর	+১৫৭	+২৫

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

ক্ষপুত্র-যমুনা,গঙ্গা-পদ্মা ও সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

● আগামী ৭২ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে।

● আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল অপরিবতিত থাকতে পারে।

● আগামী ৪৮ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদ-নদী সংলগ্ন কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ জেলাসমূহের নিম্নাঞ্চলে এবং গঙ্গা-পদ্মা নদী সংলগ্ন রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলাসমূহের নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত থাকতে পারে। অপরদিকে সুরমা-কুশিয়ারা নদী সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলাসমূহের নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

● ঢাকার আশেপাশের বুড়িগঙ্গা, বালু, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা প্রভতি নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বদ্ধি পাচ্ছে যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

০৩। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ৯ টা থেকে আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত)

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
দূর্গাপুর,নেত্রকোনা	১০৫.০	লরেরগড়, সুনামগঞ্জ	১০০.০
ময়মনসিংহ	৭৯.০	জারিয়াজাঞ্জাইল,নেত্রকোনা	৫০.০
কুমিল্লা	৫৮.০	নারায়নহাট,চট্রগ্রাম	৫৮.০

০৪। সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতিঃ

১) নীলফামারীঃ বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি বর্তমানে ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলাধীন টেপাখড়িবাড়ী, খগাখড়িবাড়ী, গয়াবাড়ী, পূর্বছাতনাই ও ঝুনাগাছা চাপানী ইউনিয়ন বন্যা কবলিত হয়েছে। এছাড়াও খালিশা চাপানী ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ইউসুফের চড় এলাকায় ২৩টি পরিবার এবং ৯ নং টেপাখাগিবাড়ী ইউনিয়নের ৪টি ওয়ার্ডের (১, ২, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড) চড়খড়িবাড়ী মৌজার কাউয়ুমের বাড়ীর নিকট স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত বাঁধটি ভেংগে গিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় এ পর্যন্ত ২১ টি ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রামের ৩০৪টি পরিবারের ৩৮৮ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৫,২৪৬টি পরিবারের ঘরবাড়ি আংশিক, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে ১৪,২০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১ টি উচ্চ বিদ্যালয় ভাংগনের মুখে আছে। বন্যা পরিস্থিতির প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে সার্বক্ষনিক নজর রাখা হচ্ছে। জেলা সদর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা রয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় ১০৩.০০ মেঃটন জিআর চাল ও ৪,৩০,০০০/- টাকা বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ৯০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জরুরী মেডিক্যাল টিম গঠন করে সার্বক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩,০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৪,০০০ খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

২) লালমনিরহাটঃ বর্তমানে তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার নিচ দিয়ে এবং ধরলা নদীর পানি কুড়িগ্রাম পয়েন্টে বিপদসীমার ৯৮ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অতিবৃষ্টির ফলে পানি বৃদ্ধি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে জেলার হাতিবান্ধা, সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ ও পাটগ্রাম উপজেলায় ২১ টি ইউনিয়নে বন্যা দেখা দিয়েছে। বন্যায় ৩৪,৫৬৮ টি পরিবারের ৯৯,১৭২ জন লোক, আনুমানিক ২৪,৭৯৩ টি ঘরবাড়ি, ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া নদীভাংগনে ৭২০টি পরিবারের ঘরবাড়ি বিলীন হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় ৩০০ মেঃটন জিআর চাল এবং ৫,৯৯,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ উপ-বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ১৭৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৫০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৫০০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

৩) রংপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, রংপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে রংপুর জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ১১ টি ইউনিয়নের ৫২টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ৯০৫০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়াও কাউনিয়া ১১টি, গংগাচরা ৫৬টি পীরগাছা ৪২টিসহ মোট ১০৯টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৩৩.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১,২২,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৪) গাইবান্ধাঃ অতিবৃষ্টির ফলে পানি বৃদ্ধি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে ঘাগট নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ৫৮ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ, সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি ০৪টি উপজেলার ২৭টি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সদর ৫,৫০০টি, সুন্দরগঞ্জ ৮,০৭২ টি, সাঘাটা ৭,৭০০ টি ও ফুলছড়ি ৫,২৮২টি পরিবারসহ সর্বমোট ২৬,৫৫৪ টি পরিবার পানি বন্দি রয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় ৩০০ মেঃটন জিআর চাল এবং ২,০০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৫০,০০০/- টাকার শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।। এছাড়াও ১,০০,০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ১,০০,০০০ খাবার খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

৫) কুড়িগ্রামঃ অতিবৃষ্টির ফলে পানি বৃদ্ধি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৯৮ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ধরলা নদীর পানি হ্রাস পেয়েছে এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৯ টি উপজেলার ৫৫টি ইউনিয়ন ৭১২ টি গ্রামের ১৩৫১৯৭ টি পরিবারের ৫৪৩০৮৩ জন লোক, ১৩৫১৯৭টি ঘরবাড়ী, ৭১২৩

হেঃ জমির ফসল, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা কাঁচা ৪৪৮কি.মি. ও পাকা ৫০.৫০ কি.মি., শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ১৭, আংশিক ১৫৭টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় মোট ৩২টি আশ্রয় কেন্দ্রে মোট ২৬৬২ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৪০০ মেঃটন জিআর চাল এবং ৭,২৫,০০০/- টাকা বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শুকনো খাবার ক্রয়ের জন্য মোট ৫,০০,০০০/- টাকা উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ১০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৬) বগুড়াঃ অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে। সারিয়াকান্দি পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৬২ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতি নিম্নরুপঃ ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা: ৩টি, ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন: ১৬টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা: ৮৪,৯০০ জন এবং মোট ৮৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যা কবলিত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য বিভিন্ন উপজেলার অনুকূলে ১০৫ মে: টন জিআর চাল, ৫০,০০০/- টাকা ও ২০০ প্যাকেট শুকনা খাবার বরাদ্দ করেছে।

৭) সিরাজগঞ্জঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, সাম্প্রতিক বন্যায় যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৪৩ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যমুনা নদীর তীরের ৫টি উপজেলার চরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চল এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সদর, চৌহালী, বেলকুচি, শাহদাদপুর ও কাজিপুর উপজেলার ২৮টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক নদী ভাংগন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে তাৎক্ষণিভাবে বিতরণের জন্য ১৪০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

৮) জামালপুরঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল ও অব্যাহত বর্ষণে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার (চিনাডুলী, পাথর্শী, কুলকান্দি, সাপধরী, বেলগাছা, নোয়ারপাড়া, ইসলামপুর ইউনিয়ন) ০৭টি এবং দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার (চুকাইবাড়ী, চিকাজানী, চরআমখাওয়া, বাহাদুরাবাদ, পাররামরামপুর, ডাংধরা, দেওয়ানগঞ্জ ও হাতিভাঙ্গা ইউনিয়ন) ০৮টি ও বকসীগঞ্জ উপজেলার(মেরুরচর, সাধরপাড়া, নিলক্ষিয়া ও বগারচর ইউনিয়ন) ০৪টি মোট= ১৯টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পানির প্রবল স্রোতে ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার যমুনা তীরে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। এছাড়া পানি বৃদ্ধির ফলে উপজেলার নিম্নাঞ্চলের আউশ ধান ও পাট ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। বন্যা প্লাবিত এলাকাসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক পরিদর্শন করা হচ্ছে।

বন্যায় জেলার ইসলামপুর উপজেলার ৭টি, দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ৮টি ও বকসীগঞ্জ উপজেলার ৪টিসহ মোট ১৯টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ১১,৭২৭টি পরিবারের ৪৯,৪৮২ জন লোকের ৪৯টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ (নদী ভাংগনে) ও ৫৩০টি ঘরবাড়ি আংশিক এবং ১০৪০ হেক্টর জমির ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার ৮২ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৫৭ মে.টন চাল ও ১,০০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ ও ৬৬৭ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৯) সুনামগঞ্জঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে সুরমা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ৭৯ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সুনামগঞ্জ জেলার সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহেরপুর, দিরাই, শাল্লা, জামালগঞ্জ দোয়ারাবাজার, ধর্মপাশা ও ছাতক উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। উক্ত ৯টি উপজেলার সদর ৭,০০০ টি, বিশ্বম্ভরপুর ৭,০০০টি, দোয়ারাবাজার ৫০০ টি, তাহেরপুর ৬,০০০টি, জামালগঞ্জ ১০০টি, ধর্মপাশা ১০০টি ও ছাতক ২০ টি পরিবারসহ মোট ২০,৭২০ টি পরিবার পানি বন্দি রয়েছে। দিরাই ও শাল্লা উপজেলা বন্যার পানিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হলেও কোন পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১২৬.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,৮০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

১০। ফরিদপুরঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ফরিদপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ৩৫ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে ফরিদপুর জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৩৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

১১। **কুষ্টিয়াঃ** জেলা প্রশাসক পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন, সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার খোকসা, কুমারখালী ও ভেড়ামারা উপজেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে। ফলে খোকসা উপজেলার পৌরসভার ৪টি ওয়ার্ডের ৩১৬টি পরিবার, কুমারখালী উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ৪টি গ্রামের ৩৭৫টি পরিবার এবং ভেড়ামারা উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ৩টি গ্রামের ৩০০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ১০কি.মি কাঁচা রাস্তা এবং ৩০০ একর ফসলি জমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য উপজেলা ৩টির অনুকূলে ৯.৯১০ মে: টন জিআর চাল উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দের সর্বশেষ তথ্য (২৬/০৭/২০১৬)

ক্রঃ নং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন)			জিআর ক্যাশ (টাকা)			শুকনো খাবার বিতরণ (প্যাকেট)
		মোট বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ	
০১.	সিরাজগঞ্জ	৩৫০.০০০	১৪০.০০০	২১০.০০০	৬০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	
০২.	বগুড়া	২০০.০০০	১০৫.০০০	৯৫.০০০	৪০০০০০	৫০০০০	৩৫০০০০	**২০০**
০৩.	রংপুর	২৫০.০০০	৩৩.০০০	২১৭.০০০	৫০০০০০	১২২০০০	৩৭৮০০০	**৩৫০**
০৪.	কুড়িগ্রাম	৫০০.০০০	৪০০.০০০	১০০.০০০	৮০০০০০	৭,২৫,০০০	৭৫০০০	**১০০০**
০৫.	নীলফামারী	৫০০.০০০	১০৩.০০০	৩৯৭.০০	৭০০০০০	৪৩০০০০	২৭০০০০	**৯০০**
০৬.	গাইবান্ধা	৪৫০.০০০	৩০০.০০০	১৫০.০০০	৬০০০০০	২০০০০০	৪০০০০০	
০৭.	লালমনিরহাট	৬০০.০০০	৪১১.০০০	১৮৯.০০০	১১০০০০০	৫৯৯০০০	৫০১০০০	**১৭৫০**
০৮.	সুনামগঞ্জ	৩৫০.০০০	১২৬.০০০	২২৪.০০০	৬০০০০০	৩৮০০০০	২২০০০০	
০৯.	জামালপুর	৩০০.০০০	৫৭.০০০	২৪৩.০০০	৬০০০০০	১০০০০০	৫০০০০০	**৬৬৭**
১০.	ফরিদপুর	১৫০.০০	৩৫.০০০	১১৫.০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	-	
১১.	নরসিংদী	-	-	-	৩০০০০০	৪৫০০০	২৫৫০০০	ট্রলার ডুবি
	সর্বমোট=	৩৬৫০.০০	১৭১০.০০০	১৯৪০.০০০	৬৫০০০০০	২৮২১০০০	৩২৪৯০০০	**৪৮৬৭**

** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩/৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখ কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রতি জেলার জন্য ১,০০০ প্যাকেট করে মোট ৪,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার ববাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রতি প্যাকেটে ৫.০০ কেজি চাল, ১.০০ কেজি ডাল, ১.০০ লিটার সয়াবিন তেল, ১.০০ কেজি চিনি, ১.০০ কেজি লবন, ৫০০ গ্রাম মুড়ি, ১.০০ কেজি চিড়া, ১.০০ ডজন মোমবাতি, ১.০০ ডজন দিয়াশলাই ও একটি ব্যাগ রয়েছে।

বিঃদ্রঃ বন্যার কারণে কোথাও প্রাণহাণি হয়নি এবং গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিংকরার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের **NDRCC (**জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র**)** ২৪ ঘন্টা (৭**X২৪)** খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য **NDRCC'**র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ **email** নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ **NDRCC'**র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; উপসচিব (এনডিআরসিসি) ৯৫৪৬৬৬৩;
মোবাইল নম্বরঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ (অতিরিক্ত সচিব, দুব্যক) এবং ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ (উপসচিব, এনডিআরিস)
ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০; Email: ndrcc@modmr.gov.bd

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৬৬৬৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা।
০৯। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১১। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।